সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
Sonali Bank Limited

মানিলন্ডারিং, টেররিজম ফাইন্যান্সিং প্রিভেনশন এন্ড ডিজিট্যাল ডিভিশন
প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।
ফোন : ৯৫৫১০৯৪, ৯৫৮৬৪৩১
পিএবিএক্স : ৯৫৫০৪২৬-৩১,৩৩-৩৪/এক্সঃ ৩০৯১
ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৭১১৫৫১৯, SWIFT : BSONBDDH
E-mail : dgmvcd@sonalibank.com.bd

নং : এসবিএল/প্রকা/মালপ্র/বার্তা-২০১৯/৮৭৯ তারিখ ঃ ২৩.০১.২০১৯

সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড/
সোনালী ইনভেস্টমেন্ট লিমিটেড/
সোনালী এক্সচেঞ্জ কোঃ ইন্‌কর্পোরেটেড/সোনালী ব্যাংক (ইউকে) লিমিটেড
বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/ইউএসএ/ইউকে।

বিষয় ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ (AML-CFT) বিষয়ক আইন/নীতিমালা ও নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালনে সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর এর বার্তা।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

আপনারা অবগত আছেন যে, মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যক্রম বা সন্ত্রাসে অর্থায়ন যে কোনো দেশের নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং বিশেষভাবে ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য মারাত্মক ঝুঁকির সৃষ্টি করতে পারে। ফলে, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সংশ্লিষ্ট দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হওয়াসহ অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। বিষয়টির বহুমাত্রিক নেতিবাচক দিক বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকার সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে "জিরো টলারেন্স" নীতি ঘোষণা করেছেন। তাই সোনালী ব্যাংক লিমিটেডকে যাতে কোনো দুষ্কৃতিকারী ব্যবহার করতে না পারে বা কোনো জঙ্গি বা সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সত্তা যাতে তাদের সন্ত্রাসী কাজের অর্থায়নে এ ব্যাংককে ব্যবহার করতে না পারে সে বিষয়ে আমাদের সকলের সর্বোচ্চ নজরদারী/সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

আপনারা জানেন, মানিলন্ডারিং হচ্ছে অবৈধ অর্থ বা সম্পদকে বৈধ করার একটা প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি। এছাড়া বৈধ অর্থ অবৈধভাবে বিদেশে প্রেরণ বা আনয়ন কিংবা প্রাপ্য বা প্রদেয় অর্থের কম বেশি আনয়ন বা প্রেরণও মানিলন্ডারিং। অর্থাৎ মানিলন্ডারিং হলো অবৈধ অর্থের বৈধকরণের প্রক্রিয়া এবং বৈধ অর্থের অবৈধ ব্যবহার বা পাচার। এ সব কাজে সহযোগিতা করাও মানিলন্ডারিং অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য, সাম্প্রতিককালে বৈদেশিক বাণিজ্য/ব্যবসার আড়ালে মানিলন্ডারিং (Trade based money laundering) করা হচ্ছে মর্মে বিভিন্ন আলোচনায় উঠে এসেছে, যা প্রতিরোধের লক্ষ্যে সকল প্রকার LC খোলা ও বৈদেশিক LC এর বিপরীতে আমদানি-রপ্তানি পণ্য মূল্য যাচাই, সঠিক আমদানিকৃত পণ্যের যথাযথ মূল্য পরিশোধ ও সঠিক রপ্তানি মূল্য দেশে যথাযথভাবে আনয়ন অপরিহার্য। তাই শাখায় বৈদেশিক বাণিজ্য সংশ্লিষ্ট লেনদেন (এলসি, গ্যারান্টি ইত্যাদি) যথাযথভাবে মনিটর করতে হবে। এ সকল ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে গ্রাহক (আমদানি-রপ্তানিকারক) ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের যথাযথ তথ্য সংগ্রহসহ আমদানি-রপ্তানি নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে।

ঋণ ও অগ্রিম সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সংশ্লিষ্টতা পরিহারের লক্ষ্যে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ ও পরিপালন করতে হবে। ঋণ ও অগ্রিমের জন্য বিতরণকৃত অর্থ যাতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে ব্যবহৃত না হতে পারে সেজন্য শাখায় ঋণ হিসাব মনিটর করতে হবে। **ব্যাংকের শ্রেণীকৃত (বিশেষ করে মন্দ/কু মানের) ঋণ ও অগ্রিম শাখা পর্যায়ে পর্যালোচনা করতে হবে এবং এতে মানিলন্ডারিং এর সম্ভাবনা পরিলক্ষিত হলে ব্যাংকের 'কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (সিসিসি)' এর মাধ্যমে BFIU বরাবর STR দাখিল করতে হবে।**

আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত আইন/বিধিমালা এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত গাইডেন্স নোটস, সার্কুলারস এবং নির্দেশনা সম্পর্কে আপনারা সকলেই অবহিত আছেন। বিশেষ করে বিএফআইইউ কর্তৃক জারীকৃত সার্কুলার নং-১৯, তারিখঃ ১৭/০৯/২০১৭ সম্পর্কে সকলের সম্যক ধারণা থাকা অপরিহার্য। অধিকন্তু, প্রতিটি ডিভিশন/কার্যালয়/শাখায় সরবরাহকৃত এ ব্যাংকের "মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ নীতি ও পদ্ধতি" নামক গাইড বইটি আপনাদের দৈনন্দিন কাজে সহায়ক মর্মে প্রতীয়মান হচ্ছে। তারপরও আরো দায়িত্বশীল, যত্নবান ও আন্তরিক হওয়ার প্রত্যাশায় প্রতি বছরের ন্যায় এবারও মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে পরিপালনীয় বিষয়সমূহের উপর নিম্নে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হলো ঃ

০১. CAMLCO & BAMLCO মনোনয়ন ঃ

ব্যাংকের একজন ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে প্রধান মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তা (Chief Anti Money Laundering Compliance Officer-CAMLCO) হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে এবং তাঁর নেতৃত্বে প্রধান কার্যালয়ে ১১ সদস্য বিশিষ্ট একটি 'কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি' (Central Compliance Committee-CCC) দায়িত্ব পালন করছে। অপরদিকে প্রতিটি শাখায় একজন অভিজ্ঞ কর্মকর্তা Branch Anti Money Laundering Compliance Officer (BAMLCO) হিসেবে মনোনীত রয়েছেন। BAMLCOদের উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

উল্লেখ্য, BAMLCO মনোনয়নের জন্য AML-CFT বিষয়ক প্রশিক্ষণ অপরিহার্য। মনোনীত BAMLCOএর প্রশিক্ষণ না থাকলে, BAMLCO হিসেবে মনোনীত করার সাথে সাথেই তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নিতে হবে। ব্যাংকের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদ-পদবীর পাশাপাশি CAMLCO, CCC বা শাখা পর্যায়ে BAMLCO এর কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রতিটি কর্মকর্তা ও কর্মচারীর পেশাগত দায়িত্ব। ইন্টার্নাল/এক্সটার্নাল পরিদর্শক/নিরীক্ষকগণ কর্তৃক কখনও জিজ্ঞাসিত হলে এ সম্পর্কে বলতে না পারা নিজের জন্য যেমন বিব্রতকর তেমনি শাখা/ব্যাংকের রেটিং মূল্যায়নে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

০২. **Customer Due Diligence (CDD) সম্পাদন ঃ**

CDD বলতে নির্ভরযোগ্য ও স্বাধীন উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য, উপাত্ত ও দলিলাদির ভিত্তিতে গ্রাহকের পরিচিতি যাচাইকরণ ও সনাক্তকরণসহ হিসাবের লেনদেন মনিটরিং করাকে বুঝাবে। অর্থাৎ গ্রাহকের যথাযথ পরিচিতি গ্রহণ ও যাচাইকরণ (KYC) এবং লেনদেন মনিটরিং (TP, CTR, STR) CDD প্রক্রিয়ার অংশ। গ্রাহকের সাথে সম্পর্ক স্থাপনের সময় কিংবা হিসাবে লেনদেন সংঘটনের সময়, প্রদত্ত তথ্য সম্পর্কে সন্দেহের উদ্রেক হলে কিংবা মানিলন্ডারিংয়ে জড়িত আছেন মর্মে সন্দেহ হলে CDD করতে হবে।

০৩. **KYC (Know Your Customer) Profile তৈরী ও হালনাগাদকরণ ঃ**

ব্যাংকে কোনো প্রকার হিসাব খোলা এবং পরিচালনাকালে গ্রাহকের KYC নীতি যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে। এজন্য সকল হিসাবধারীর সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। KYC নীতি যথাযথ অনুসরণ ব্যতীত কোনো প্রকার হিসাব খোলা বা ব্যাংকিং লেনদেন করা যাবে না। KYC প্রক্রিয়ায় গ্রাহক সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যসমূহ যাচাই-বাছাইপূর্বক হালনাগাদ ও সংরক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে, অভিন্ন হিসাব খোলার ফরমে উল্লিখিত মানদন্ডের আলোকে নিরূপিত নিম্ন ঝুঁকি সম্পন্ন গ্রাহকের ক্ষেত্রে ০৫(পাঁচ) বছর এবং উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন গ্রাহকের ক্ষেত্রে ০১(এক) বছর পর পর KYC হালনাগাদ করতে হবে। তবে প্রয়োজনে যে কোনো গ্রাহকের KYC যে কোনো সময় হালনাগাদ করা যাবে। মনে রাখতে হবে যে, দায়সারা প্রকৃতির KYC সম্পাদন ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এপ্রিল ৩০, ২০০২ এর পূর্বে খোলা যে সকল হিসাবের KYC সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি (Legacy Account), সে সকল হিসাব 'সুপ্ত' (Dormant) হিসেবে চিহ্নিত হবে। সুপ্ত হিসেবে চিহ্নিত এ সকল হিসাবে শুধুমাত্র অর্থ জমা করা যাবে, কিন্তু গ্রাহককে উত্তোলন সুবিধা দেয়া যাবে না।

ব্যাংকের গ্রাহকদের পাশাপাশি employeeদের হিসাব, তাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের হিসাব খোলার সময়ও বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে এবং লেনদেন পরিচালনা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে। এক্ষেত্রে Know Your Employee (KYE) পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

০৪. **ঝুঁকি নির্ধারণ ঃ**

গ্রাহকের পেশার ধরণ ও আয়, লেনদেনের পরিমাণ, লেনদেনের সংখ্যা ও আচরণ, ইত্যাদি বিবেচনায় ঝুঁকিপূর্ণ হিসাব চিহ্নিত করতে হবে এবং তার সংখ্যা শাখায় রেকর্ডভুক্ত করতে হবে। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হিসাবসমূহকে নিয়মিত মনিটরিং করতে হবে এবং অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা বা EDD (Enhanced Due Diligence) গ্রহণ করতে হবে।

০৫. **TP (Transaction Profile) গ্রহণ ঃ**

গ্রাহকের হিসাবের মাসিক লেনদেনের অনুমিত মাত্রা (TP) সম্পর্কে গ্রাহকের ঘোষণা নির্ধারিত ফরমে নিতে হবে এবং ঘোষিত TP গ্রাহকের আয় ও পেশার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্রয়োজনে সংশোধন করে নিতে হবে। TP নেয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের ঝুঁকির মান নির্ধারণ করা এবং হিসাবে অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত করা। গ্রাহকের আয় বা পেশার পরিবর্তন হলে সন্তোষজনক বিবেচনায় লেনদেনের সুবিধার্থে গ্রাহকের নিকট হতে TP পরিবর্তন করে নেয়া যেতে পারে। তবে একটি-দুটি বিশেষ লেনদেনের জন্য TP পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

০৬. **নগদ লেনদেন রিপোর্টিং (CTR) ঃ**

কোনো হিসাবে এক বা একাধিক নগদ জমা বা উত্তোলনের (অনলাইন, এটিএমসহ) সমষ্টির পরিমাণ দৈনিক ১০ লক্ষ বা তদুর্ধ্ব হলে CTR হিসেবে রিপোর্ট হবে। CTR যোগ্য প্রতিটি লেনদেন পর্যালোচনা করে সন্দেহজনক কোনো লেনদেন পরিলক্ষিত হলে STR করতে হবে। CBS-এ শাখা পর্যায়ে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬:০০টার পরে নগদ লেনদেন সম্পর্কিত রিপোর্টিং দেখার সুবিধা যুক্ত করা হয়েছে। ফলে, নগদ লেনদেন সম্পর্কিত প্রতিবেদনে প্রাপ্ত হিসাবসমূহে তথ্যের কোনো ভুল/ঘাটতি থাকলে তা সঠিকভাবে পূরণ করতে হবে।

০৭. **সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং (STR) ঃ**

কোন হিসাবের বিপরীতে সন্দেহজনক লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা বা কার্যক্রম (Activity) পরিলক্ষিত হলে বা গ্রাহকের আচরণে সন্দেহের উদ্রেক হলে স্ব-উদ্যোগে অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ও রেকর্ডপত্রসহ প্রধান কার্যালয়ে **'মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি' বরাবরে** প্রেরণ করতে হবে।

০৮. **goAML web এর মাধ্যমে CTR ও STR দাখিল ঃ**

CTR ও STR/SAR শুধুমাত্র goAML web ব্যবহার করে দাখিল করতে হয়। Uniform Account Opening Form অনুযায়ী গ্রাহকের সকল মৌলিক তথ্যাদি প্রথমে ফরমে পূরণ করতে হবে এবং পরবর্তীতে CBSএ তা সঠিকভাবে এন্ট্রি/পূরণ নিশ্চিত করতে হবে, যাতে goAML সফ্টওয়্যারের মাধ্যমে দাখিলকৃত CTR/STR বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) কর্তৃক 'Reject' না হয়। উল্লেখ্য ব্যাংক কর্তৃক CTR দাখিলের সময় ভুল বা মিথ্যা তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন ২০১২ এর ২৩(৪) ধারা অনুযায়ী জরিমানাযোগ্য অপরাধ।

০৯. **PEPs/IPs হিসাব ঃ**

Politically Exposed Persons (PEPs), প্রভাবশালী ব্যক্তি (Influential Persons-IPs) এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রধান বা উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার হিসাব খোলার ক্ষেত্রে বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯, তারিখঃ ১৭/০৯/২০১৭ এ বর্ণিত পরিপালনীয় নীতি অনুসরণ করতে হবে।

১০. **UN এবং Local Sanction List যাচাইকরণ (Screening) ঃ**

যে কোনো প্রকারের হিসাব খোলা, পরিচালনা ও আর্থিক লেনদেন (ফরেন রেমিট্যান্স, বৈদেশিক বাণিজ্যের লেনদেন ইত্যাদিসহ) এর ক্ষেত্রে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বিভিন্ন রেজুলুশনের আওতায় সন্ত্রাস, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে (Proliferation of Weapons of Mass Destruction) জড়িত সন্দেহে তালিকাভুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার তালিকা-UN Sanction List এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত দেশীয় সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকা--Local Sanction List Screening করতে হবে।

১১. **Self Assessment ঃ**

বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯, তারিখঃ ১৭/০৯/২০১৭ এর পরিশিষ্ট-'খ' এর আলোকে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে শাখা কর্তৃক স্ব-নির্ধারণী পদ্ধতিতে শাখার অবস্থান মূল্যায়নে আরো সতর্ক হতে হবে, যাতে শাখার বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়। Self Assessment বিবরণীতে/প্রতিবেদনে উপস্থাপিত সকল তথ্যাদি সঠিক হতে হবে। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে ষান্মাসিক ভিত্তিতে মূল্যায়িত শাখার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। মূল্যায়ন প্রতিবেদন চূড়ান্ত করার পূর্বে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সংশোধনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

১২. **Independent Testing Procedure ঃ**

বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১৯, তারিখঃ ১৭/০৯/২০১৭ এর পরিশিষ্ট-'গ' এর আলোকে ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা বিভাগের যে সকল কর্মকর্তা মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধে শাখার অবস্থা যাচাই করেন, তাদেরকে স্কোর প্রদানের ক্ষেত্রে খুবই সতর্ক থাকতে হবে, যাতে শাখার প্রকৃত অবস্থা ফুটে উঠে এবং তদনুযায়ী কেন্দ্রীয় পরিপালন কমিটি (সিসিসি) কর্তৃক অফ-সাইট মনিটরিং করা সহজ হয়।

১৩. **ত্রৈমাসিক সভার আয়োজন ঃ**

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক বিদ্যমান নীতিমালা অনুসরণ ও যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে শাখার গুরুত্বপূর্ণ ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ত্রৈমাসিক সভার আয়োজন করতে হবে এবং সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করতে হবে। সভায় পূর্ববর্তী সভাগুলোর সিদ্ধান্তের অগ্রগতি নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

১৪. **রেকর্ড এবং প্রয়োজনীয় তথ্য/দলিলাদি সংরক্ষণ ঃ**

ব্যাংকের সকল গ্রাহকের KYC সহ CDD প্রক্রিয়া সম্পাদনকালে সংগৃহীত সকল তথ্য ও দলিলাদি, হিসাব এবং লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য ও দলিলাদি, ব্যবসায়িক পত্র যোগাযোগ ইত্যাদি হিসাব বন্ধ হওয়ার তারিখ হতে অন্যূন পাঁচ (০৫) বৎসর পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে এবং বিএফআইইউ এর চাহিদা বা নির্দেশনা মোতাবেক সরবরাহ করতে হবে।

১৫. **বিএফআইইউ কর্তৃক যাচিত ব্যক্তি/সত্তার তথ্য/দলিলাদি সরবরাহ ঃ**

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ), বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি/সত্তার তথ্য/দলিলাদি নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে প্রেরণের কিংবা নির্দিষ্ট কোনো হিসাব অবরুদ্ধ (Freeze) করণের নির্দেশনা দেয়া হয়ে থাকে। বিএফআইইউ এর চাহিদা মাফিক ব্যক্তি/সত্তার সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্যাদি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে প্রেরণ কিংবা নির্দেশিত হিসাব অবরুদ্ধকরণ নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে কোনোরূপ শিথিলতা কাম্য নয়।

১৬. **শাস্তি ও জরিমানা আরোপ ঃ**

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত সকল নির্দেশনা ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে। কোনো ব্যাংক কর্মকর্তা/কর্মচারীর অজ্ঞতা/উদাসীনতার কারণে ব্যাংককে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসে অর্থায়নের মত ঘটনা ঘটলে এবং বিএফআইইউ কর্তৃক ব্যাংককে জরিমানা করা হলে এবং সে কারণে যদি ব্যাংকের সুনাম ও ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়, তাহলে তার দায়-দায়িত্ব সরাসরি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার উপর বর্তাবে এবং ব্যাংক বিধি মোতাবেক তাকে শাস্তি ও জরিমানার আওতায় আনা হবে।

১৭. **প্রশিক্ষণ আয়োজন ঃ**

মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসে অর্থায়ন এবং ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র বিস্তারে অর্থায়ন প্রতিরোধে ব্যাংকের প্রতিটি কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণের আওতায় আনতে হবে। Trade Based Money Laundering বিষয়ে প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। সকল ধরণের ফাউন্ডেশন প্রশিক্ষণ কোর্স/ওয়ার্কসপ/সেমিনার ইত্যাদি কর্মসূচিতে AML-CFT বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

পরিশেষে সোনালী ব্যাংক লিমিটেডকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে এ বিষয়ক বিদ্যমান আইন, বিধিমালা, বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত নির্দেশনা ও এ ব্যাংকের নিজস্ব নীতিমালার আওতায় ব্যাংকের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পরিপালনের ক্ষেত্রে সকলকে আরও সজাগ ও সচেষ্ট থাকার পরামর্শ দেয়া হলো।

শুভেচ্ছান্তে,

(মোঃ ওবায়েদ উল্লাহ আল মাসুদ)
সিইও এন্ড ম্যানেজিং ডিরেক্টর

সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
প্রধান কার্যালয়,ঢাকা
ভিজিল্যান্স এন্ড কন্ট্রোল ডিভিশন
(কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট)

প্রধান কার্যালয় ইস্তেহার নম্বর ঃ ১১৯

তারিখঃ- ২৭ চৈত্র ১৪১৮ / ১০ এপ্রিল ২০১২

জেনারেল ম্যানেজার/ কনসালটেন্ট/ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার/
প্রিন্সিপাল/এসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার/ ম্যানেজার,
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
স্থানীয় কার্যালয়,ঢাকা।
সকল জেনারেল ম্যানেজার'স অফিস
প্রধান কার্যালয়ের সকল বিভাগ,
ষ্টাফ কলেজ/ ট্রেনিং ইনস্টিটিউট- রাজশাহী,চট্রগ্রাম,খুলনা,
বগুড়া ও ময়মনসিংহ/আইওবি/সিনিয়র অডিটর/অডিটর/
প্রিন্সিপাল অফিস/আঞ্চলিক কার্যালয়/কর্পোরেট শাখা/শাখা সমূহ।
সোনালী ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী লিমিটেড,ঢাকা, বাংলাদেশ।
সোনালী একচেঞ্জ কোম্পানী ইনকর্পোরেশন ইউএসএ এবং
সোনালী ব্যাংক(ইউকে) লিমিটেড, ইউকে/
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড
কলকাতা ও শিলিগুড়ি শাখা,পশ্চিমবঙ্গ,ভারত/
সোনালী ব্যাংক লিমিটেড সকল রিপ্রেজেনটেটিভ অফিস।

বিষয়ঃ **মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট ঃ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ ও সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১২ প্রসংগে।**

মহোদয়,

উপর্যুক্ত বিষয়ে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার ১৫ মার্চ ২০১২ তারিখের বিএফআইইউ সার্কুলার নং- ২ এর সূত্র উল্লেখ্য।

উক্ত সার্কুলার এ উল্লেখ করা হয় যে, "মানিলন্ডারিং ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অপরাধ প্রতিরোধ এবং এর শাস্তির বিধানসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও অধ্যাদেশ রহিতক্রমে প্রণীত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন ,তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি,২০১২/৮ ফাল্গুন, ১৪১৮) ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ সংশোধনের নিমিত্তে প্রণীত সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৬ নং আইন , তারিখ ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১২/৮ ফাল্গুন, ১৪১৮) এর বিষয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতির সম্মতির সূত্রে সর্বসাধারণের অবগতির জন্য বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে। উক্ত আইন দুটি বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে, যা নিম্নবর্ণিত ওয়েবলিংক হতে ডাউনলোড করা যাবে ঃ

www.bangladeshbank.org.bd/aboutus/regulationguideline/lawsnacts.php.

০২. বর্ণিত আইন দুটি সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতিতে আনয়ন করা এবং আইন দুটি বিধানসমূহের পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য আপনাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করা যাচ্ছে।

০৩. গত ৩০ জানুয়ারী, ২০১২ তারিখে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট হতে জারীকৃত মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০১২ ও সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১২বিষয়ক বিএফআইইউ সার্কুলার নং-১/২০১২ বাতিল বলে গণ্য হবে।

০৪. মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধের নিমিত্তে বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ইতোপূর্বে জারীকৃত সার্কুলার ও সার্কুলার লেটারসমূহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ২৩(১)(ঘ) ধারায় এবং /বা সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ ও তদসংগে পঠিতব্য সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১২ এর ১৫ (১) (জ) ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা বলে জারীকৃত মর্মে গণ্য হবে।"

এমতাবস্থায়, বাংলাদেশ ব্যাংকের উক্ত ওয়েবসাইট হতে সংগৃহীত আইন দুটির হুবহু কপি আপনাদের অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদ্সংগে প্রেরণ করা হলো।

অনুগ্রহপূর্বক প্রাপ্তি স্বীকার করবেন।

আপনাদের বিশ্বস্ত

(নওশের আলী খন্দকার)
জেনারেল ম্যানেজার

(মোঃ মোরশেদ আলম খন্দকার)
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

সংযুক্তি ঃ বর্ণনা মোতাবেক।

C:\AML-2012\Circular.doc

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১২/৮ ফাল্গুন, ১৪১৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ (৮ ফাল্গুন, ১৪১৮) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ -

২০১২ সনের ৫ নং আইন

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও অধ্যাদেশ রহিতক্রমে এতদ্‌সংক্রান্ত আইন পুনঃ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন

যেহেতু মানিলন্ডারিং ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অপরাধ প্রতিরোধ এবং উহাদের শাস্তির বিধানসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন ও অধ্যাদেশ রহিতক্রমে এতদ্‌সংক্রান্ত আইন পুনঃপ্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**। ----(১) এই আইন মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ৩ মাঘ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ/১৬ জানুয়ারি, ২০১২ খ্রিস্টাব্দ তারিখ হইতে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা**। ------ বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে--------

(ক) "অর্থ বা সম্পত্তি পাচার" অর্থ----------

(১) দেশে বিদ্যমান আইনের ব্যত্যয় ঘটাইয়া দেশের বাহিরে অর্থ বা সম্পত্তি প্রেরণ বা রক্ষণ; বা

(২) দেশের বাহিরে যে অর্থ বা সম্পত্তিতে বাংলাদেশের স্বার্থ রহিয়াছে যাহা বাংলাদেশে আনয়ন যোগ্য ছিল তাহা বাংলাদেশে আনয়ন হইতে বিরত থাকা; বা

(৩) বিদেশ হইতে প্রকৃত পাওনা দেশে আনয়ন না করা বা বিদেশে প্রকৃত দেনার অতিরিক্ত পরিশোধ করা;

(খ) "অর্থ মূল্য স্থানান্তরকারী" অর্থ এমন আর্থিক সেবা যেখানে সেবা প্রদানকারী একস্থানে নগদ টাকা, চেক, অন্যান্য আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট (ইলেকট্রনিক বা অন্যবিধ) গ্রহণ করে এবং অন্য স্থানে সুবিধাভোগীকে নগদ টাকা বা আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট বা অন্য কোনভাবে সমপরিমাণ মূল্য প্রদান করে;

(গ) "অপরাধলব্ধ আয়" অর্থ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত অপরাধ হইতে অর্জিত, উদ্ভূত সম্পত্তি বা কারো আয়ত্তাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন এ ধরণের সম্পত্তি;

(ঘ) "অবরুদ্ধ" অর্থ এই আইনের আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন সম্পত্তি অস্থায়ী ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা আদালতের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন করা যাহা আদালত কর্তৃক বাজেয়াপ্তকরণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হইবে;

(ঙ) "অলাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (Non Profit Organisation)" অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২৮ এর অধীন সনদ প্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান;

(চ) "আর্থিক ইন্সট্রুমেন্ট " অর্থ সকল কাগুজে বা ইলেকট্রনিক দলিলাদি যাহার আর্থিক মূল্য রহিয়াছে;

(ছ) "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২(খ) এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(জ) "আদালত" অর্থ স্পেশাল জজ এর আদালত;

(ঝ) "ক্রোক" অর্থ এই আইনের আওতায় আদালত কর্তৃক কোন সম্পত্তি অস্থায়ী ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা আদালতের জিম্মায় আনয়ন করা যাহা আদালত কর্তৃক চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা হইবে;

(ঞ) "গ্রাহক" অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময় সময় সংজ্ঞায়িত কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অথবা সত্তা বা সত্তাসমূহ;

(ট) "ট্রাস্ট ও কোম্পানী সেবা প্রদানকারী" অর্থ কোন ব্যক্তি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যাহা অন্য কোন আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয় নাই এবং যে বা যাহা কোন তৃতীয় পক্ষকে নিম্নবর্ণিত যে কোন সেবা প্রদান করিয়া থাকে ঃ

(১) কোন আইনী সত্তা প্রতিষ্ঠার এজেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন,

(২) কোন আইনী সত্তার পরিচালক, সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন বা অন্য কাহাকেও নিয়োগ করা বা অংশীদারী ব্যবসায়ে অংশীদার হিসাবে দায়িত্ব পালন অথবা সমপর্যায়ের অন্য কোন দায়িত্ব পালন,

(৩) কোন আইনী সত্তার নিবন্ধিত এজেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন,

(৪) কোন এক্সপ্রেস ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসাবে দায়িত্ব পালন বা অন্য কাহাকেও নিয়োগ করা,

(৫) নমিনী শেয়ারহোল্ডার বা অন্য কোন ব্যক্তির পরিবর্তে পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন বা অন্য কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করা;

(ঠ) "তদন্তকারী সংস্থা" অর্থ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫নং আইন) এর অধীন গঠিতদুর্নীতি দমন কমিশন; এবং কমিশনের নিকট হইতে তদন্তের উদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অন্য কোন তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন;

(ড) "নগদ টাকা" অর্থ কোন দেশের যথাযথ মুদ্রা হিসাবে উক্ত দেশ কর্তৃক স্বীকৃত কোন ধাতব মুদ্রা ও কাগজের মুদ্রা এবং ট্রাভেলার্স চেক, পোস্টাল নোট, মানি অর্ডার, চেক, ব্যাংক ড্রাফট, বিয়ারার বন্ড, লেটার অব ক্রেডিট, বিল অব এক্সচেঞ্জ, ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড বা প্রমিজরি নোটও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঢ) "নিষ্পত্তি" অর্থ ক্ষয়যোগ্য, দ্রুত পচনশীল অথবা নির্দিষ্ট সময়ের পর ব্যবহার অযোগ্য সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্য কোন আইনের অধীন ধ্বংস করিবার উপযোগী সম্পত্তি ধ্বংসকরণ বা আইনসম্মতভাবে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে হস্তান্তরও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ণ) "বাজেয়াপ্ত" অর্থ ধারা ১৭ এর আওতায় কোন আদালতের আদেশের মাধ্যমে কোন সম্পত্তির স্বত্ব স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রের অনুকূলে আনয়ন করা;

(ত) "বাংলাদেশ ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No. 127 of 1972) এর দ্বারা স্থাপিত Bangladesh Bank;

(থ) "বীমাকারী" অর্থ বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ২(২৫) এ সংজ্ঞায়িত বীমাকারী;

(দ) "বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (Non Government Organisation)" অর্থ Societies Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860), Voluntary Social Welfare Agencies (Registration and Control) Ordinance, 1961 (Ordinance No. XLVI of 1961), Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 (Ordinance No. XLVI of 1978), Foreign Contributions Regulation Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXI of 1982) এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) এর আওতায় অনুমোদিত বা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান যাহারা-

---

(১) স্থানীয় উৎস হইতে তহবিল (ঋণ, অনুদান, আমানত) গ্রহণ করে বা অন্যকে প্রদান করে; এবং/অথবা

(২) যে কোন ধরণের বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ বা অনুদান গ্রহণ করে;

(ধ) "বৈদেশিক মুদ্রা" অর্থ Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এর section 2(d) তে সংজ্ঞায়িত foreign exchange;

(ন) "ব্যাংক" অর্থ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫(ণ) এ সংজ্ঞায়িত ব্যাংক কোম্পানী এবং অন্য কোন আইন বা আইনের অধীন ব্যাংক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত যে কোন প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(প) "মানি চেঞ্জার" অর্থ Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এর section 3 এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(ফ) "মানিলন্ডারিং" অর্থ---------

(অ) নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যে অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত সম্পত্তি জ্ঞাতসারে স্থানান্তর বা রূপান্তর বা হস্তান্তর ঃ

(১) অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ প্রকৃতি, উৎস, অবস্থান, মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ গোপন বা ছদ্মাবৃত্ত করা; অথবা

(২) সম্পৃক্ত অপরাধ সংগঠনে জড়িত কোন ব্যক্তিকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ হইতে রক্ষার উদ্দেশ্যে সহায়তা করা;

(আ) বৈধ বা অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তি নিয়ম বহির্ভূত ভাবে বিদেশে পাচার করা;

(ই) জ্ঞাতসারে অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করিবার উদ্দেশ্যে উহার হস্তান্তর, বিদেশে প্রেরণ বা বিদেশ হইতে বাংলাদেশে প্রেরণ বা আনয়ন করা;

(ঈ) কোন আর্থিক লেনদেন এইরূপভাবে সম্পন্ন করা বা সম্পন্ন করিবার চেষ্টা করা যাহাতে এই আইনের অধীন উহা রিপোর্ট করিবার প্রয়োজন হইবে না;

(উ) সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনে প্ররোচিত করা বা সহায়তা করিবার অভিপ্রায়ে কোন বৈধ বা অবৈধ সম্পত্তির রূপান্তর বা স্থানান্তর বা হস্তান্তর করা;

(উ) সম্পৃক্ত অপরাধ হইতে অর্জিত জানা সত্ত্বেও এই ধরণের সম্পত্তি গ্রহণ, দখলে নেওয়া বা ভোগ করা;

(ঋ) এইরূপ কোন কার্য করা যাহার দ্বারা অপরাধলব্ধ আয়ের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়াল করা হয়;

(এ) উপরে বর্ণিত যে কোন অপরাধ সংঘটনে অংশগ্রহণ, সম্পৃক্ত থাকা, অপরাধ সংঘটনে ষড়যন্ত্র করা, সংঘটনের প্রচেষ্টা অথবা সহায়তা করা, প্ররোচিত করা বা পরামর্শ প্রদান করা;

(ব) "রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা" অর্থ---------

(অ) ব্যাংক;

(আ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(ই) বীমাকারী;

(ঈ) মানি চেঞ্জার;

(উ) অর্থ অথবা অর্থমূল্য প্রেরণকারী বা স্থানান্তরকারী যে কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান;

(ঊ) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতিক্রমে ব্যবসা পরিচালনাকারী অন্য কোন প্রতিষ্ঠান;

(ঋ) (১) স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার,

(২) পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার,

(৩) সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান,

(৪) সম্পদ ব্যবস্থাপক;

(এ) (১) অলাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (Non Profit Organisation);

(২) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (Non-Government Organisation);

(৩) সমবায় সমিতি;

(ঐ) রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার;

(ও) মূল্যবান ধাতু বা পাথরের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান;

(ঔ) ট্রাস্ট ও কোম্পানী সেবা প্রদানকারী;

(অঅ) আইনজীবী, নোটারী, অন্যান্য আইন পেশাজীবী এবং একাউন্টেন্ট;

(অআ) সরকারের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, বিজ্ঞপ্তি জারীর মাধ্যমে ঘোষিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান;

(ভ) "রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার" অর্থ রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪৮ নং আইন) এর ধারা ২(১৫) এ সংজ্ঞায়িত যে কোন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার বা উহার কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা এজেন্ট যাহারা জমি, বাসা, বাণিজ্যিক ভবন এবং ফ্ল্যাটসহ ইত্যাদির নির্মাণ ও ক্রয়-বিক্রয়ের সহিত জড়িত;

(ম) "সত্তা" অর্থ কোন আইনী প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাণিজ্যিক বা অবাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমবায় সমিতিসহ এক বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত যে কোন সংগঠন;

(য) "সন্দেহজনক লেনদেন" অর্থ এইরূপ লেনদেন---------

(১) যাহা স্বাভাবিক লেনদেনের ধরণ হইতে ভিন্ন;

(২) যেই লেনদেন সম্পর্কে এইরূপ ধারণা হয় যে,

(ক) ইহা কোন অপরাধ হইতে অর্জিত সম্পদ,

(খ) ইহা কোন সন্ত্রাসী কার্যে, কোন সন্ত্রাসী সংগঠনকে বা কোন সন্ত্রাসীকে অর্থায়ন;

(৩) যাহা এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, জারীকৃত নির্দেশনায় বর্ণিত অন্য কোন লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা;

(র) "সমবায় সমিতি" অর্থ সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ এর ৪৭নং আইন) এর ধারা ২(২০) এর সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান যাহা আমানত গ্রহণ বা ঋণ প্রদান কাজে নিয়োজিত;

(ল) "সম্পত্তি" অর্থ দেশে বা দেশের বাহিরে অবস্থিত----------

(অ) যে কোন প্রকৃতির, দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান, স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি; বা

(আ) নগদ টাকা, ইলেকট্রনিক বা ডিজিটালসহ অন্য যে কোন প্রকৃতির দলিল বা ইন্সট্রুমেন্ট যাহা কোন সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব বা মালিকানা স্বত্বে কোন স্বার্থ নির্দেশ করে;

(শ) "সম্পৃক্ত অপরাধ (Predicate offence)" অর্থ নিম্নে উল্লিখিত অপরাধ, যাহা দেশে বা দেশের বাহিরে সংঘটনের মাধ্যমে অর্জিত কোন অর্থ বা সম্পদ লন্ডারিং করা বা করিবার চেষ্টা করা, যথা ঃ----------

(১) দুর্নীতি ও ঘুষ;

(২) মুদ্রা জালকরণ;

(৩) দলিল দস্তাবেজ জালকরণ;

(৪) চাঁদাবাজি;

(৫) প্রতারণা;

(৬) জালিয়াতি;

(৭) অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা;

(৮) অবৈধ মাদক ও নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা;

(৯) চোরাই ও অন্যান্য দ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা;

(১০) অপহরণ, অবৈধভাবে আটকাইয়া রাখা ও পণবন্দী করা;

(১১) খুন, মারাত্মক শারীরিক ক্ষতি;

(১২) নারী ও শিশু পাচার;

(১৩) চোরাকারবার;

(১৪) দেশী ও বিদেশী মুদ্রা পাচার;

(১৫) চুরি বা ডাকাতি বা দস্যুতা বা জলদস্যুতা বা বিমান দস্যুতা;

(১৬) মানব পাচার;

(১৭) যৌতুক;

(১৮) চোরাচালানী ও শুল্ক সংক্রান্ত অপরাধ;

(১৯) কর সংক্রান্ত অপরাধ;

(২০) মেধাস্বত্ব লংঘন;

(২১) সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান;

(২২) ভেজাল বা স্বত্ব লংঘন করে পণ্য উৎপাদন;

(২৩) পরিবেশগত অপরাধ;

(২৪) যৌন নিপীড়ন (Sexual Exploitation);

(২৫) পুঁজি বাজার সম্পর্কিত মূল্য সংবেদনশীল তথ্য জনসম্মুখে প্রকাশিত হওয়ার পূর্বে তাহার কাজে লাগাইয়া শেয়ার লেনদেনের মাধ্যমে বাজার সুবিধা গ্রহণ ও ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধার লক্ষ্যে বাজার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা (Insider Trading & Market Manipulation);

(২৬) সংঘবদ্ধ অপরাধ (Organised Crime) বা সংঘবদ্ধ অপরাধী দলে অংশগ্রহণ;

(২৭) ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায়; এবং

(২৮) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সরকারের অনুমোদনক্রমে গেজেটে প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে ঘোষিত অন্য যে কোন সম্পৃক্ত অপরাধ;

(ষ) "স্পেশাল জজ" অর্থ Criminal Law (Amendment) Act, 1958 (Act No. XL of 1958) এর section 3 এর অধীন নিযুক্ত Special Judge;

(স) (১) "স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার" অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর যথাক্রমে বিধি ২(ঝ) ও ২ (ঞ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান;

(২) "পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার" অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর যথাক্রমে বিধি ২ (চ) ও (২) (ঞ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান;

(৩) "সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান" অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিকিউরিটি কাস্টডিয়াল সেবা) বিধিমালা, ২০০৩ এর বিধি ২(ঞ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান;

(৪) "সম্পদ ব্যবস্থাপক" অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর বিধি ২(ধ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান;

(হ) "হাইকোর্ট বিভাগ" অর্থ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ।

৩। **আইনের প্রাধান্য।** ----- এই আইনের ধারা ৯ এর বিধান সাপেক্ষে আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৪। **মানিলন্ডারিং অপরাধ ও দন্ড।** ----- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মানিলন্ডারিং একটি অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) কোন ব্যক্তি মানিলন্ডারিং অপরাধ করিলে বা মানিলন্ডারিং অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা, সহায়তা বা ষড়যন্ত্র করিলে তিনি অন্যূন ৪(চার) বৎসর এবং অনধিক ১২(বার) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্যের সমপরিমাণ বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত, যাহা অধিক, অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৩) আদালত কোন অর্থদন্ড বা দন্ডের অতিরিক্ত হিসাবে দন্ডিত ব্যক্তির সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানিলন্ডারিং বা কোন সম্পৃক্ত অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত বা সংশ্লিষ্ট।

(৪) এই ধারার অধীন কোন সত্তা মানিলন্ডারিং অপরাধ করিলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের অন্যূন দ্বিগুণ অথবা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক হয়, জরিমানা করা যাইবে এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন বাতিলযোগ্য হইবে।

(৫) সম্পৃক্ত অপরাধে অভিযুক্ত বা দন্ডিত হওয়া মানিলন্ডারিং এর কারণে অভিযুক্ত বা দন্ড প্রদানের পূর্বশর্ত হইবে না।

৫। **অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ লংঘনের দন্ড।** ------কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোন অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ লংঘন করিলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অবরুদ্ধকৃত বা ক্রোক আদেশকৃত সম্পত্তির মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ দন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৬। **তথ্য প্রকাশের দন্ড।** ---- (১) কোন ব্যক্তি অসৎ উদ্দেশ্যে তদন্ত সম্পর্কিত কোন তথ্য বা প্রাসংগিক অন্য কোন তথ্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করিবেন না।

(২) এই আইনের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা এজেন্ট কর্তৃক চাকুরীরত বা নিয়োগরত থাকা অবস্থায় কিংবা চাকুরী বা নিয়োগজনিত চুক্তি অবসায়নের পর তৎকর্তৃক সংগৃহীত, প্রাপ্ত, আহরিত, জ্ঞাত কোন তথ্য এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণ ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার বা প্রকাশ করা হইতে বিরত থাকিবেন।

(৩) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধান লংঘন করিলে তিনি অনধিক ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৭। **তদন্তে বাধা বা অসহযোগিতা, প্রতিবেদন প্রেরণে ব্যর্থতা বা তথ্য সরবরাহে বাধা দেওয়ার দন্ড।**----------

(১) কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন -------

(ক) কোন তদন্ত কার্যক্রমে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে বাধা প্রদান করিলে বা সহযোগিতা প্রদানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে; বা

(খ) যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে যাচিত কোন প্রতিবেদন প্রেরণে বা তথ্য সরবরাহে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিলে;

-----তিনি এই আইনের অধীন অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অনধিক ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৮। **মিথ্যা তথ্য প্রদানের দন্ড।**---- (১) কোন ব্যক্তি জ্ঞাতসারে অর্থের উৎস বা নিজ পরিচিতি বা হিসাব ধারকের পরিচিতি সম্পর্কে বা কোন হিসাবের সুবিধাভোগী বা নমিনী সম্পর্কে কোনরূপ মিথ্যা তথ্য প্রদান করিবেন না।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে তিনি অনধিক ৩ (তিন) বৎসর পর্যন্ত কারা দন্ড বা অনূর্ধ্ব ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৯। **অপরাধের তদন্ত ও বিচার।** --------- (১) অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন তফসিলভুক্ত অপরাধ গণ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন বা কমিশন হইতে তদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কমিশনের কোন কর্মকর্তা বা দুর্নীতি দমন কমিশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তা কর্তৃক তদন্তযোগ্য হইবে।

(২) এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ Criminal Law (Amendment) Act, 1958 (Act XL of 1958) এর section 3 এর অধীন নিযুক্ত স্পেশাল জজ কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি অনুসন্ধান ও সনাক্তকরণের নিমিত্ত দুর্নীতি দমন কমিশন এই আইনের পাশাপাশি দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন) এ প্রদত্ত ক্ষমতাও প্রয়োগ করিতে পারিবে এবং দুর্নীতি দমন কমিশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন তদন্তকারী সংস্থার কর্মকর্তা এই আইনের পাশাপাশি অন্য আইনে প্রদত্ত ক্ষমতাও প্রয়োগ করিতে পারিবে।

১০। **স্পেশাল জজ এর বিশেষ এখতিয়ার।** ------ (১) স্পেশাল জজ এই আইনের অধীন অপরাধের জন্য নির্ধারিত দন্ড আরোপ এবং ক্ষেত্রমত, অধিকতর তদন্ত, সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ, ক্রোক, বাজেয়াপ্তকরণ আদেশসহ আবশ্যক অন্য কোন আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) স্পেশাল জজ এই আইনের অধীন দায়েরকৃত কোন মামলায় অধিকতর তদন্তের আদেশ প্রদান করিলে উক্তরূপ আদেশে তদন্তকারী কর্মকর্তাকে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের জন্য একটি সময়সীমা নির্দিষ্ট করিয়া দিবেন, যাহা ৬ (ছয়) মাসের অধিক হইবে না।

১১। **অপরাধের আমলযোগ্যতা, অ-আপোষযোগ্যতা ও অ-জামিনযোগ্যতা** । ------ এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (Cognizable), অ-আপোষযোগ্য (Non-compoundable) এবং অ-জামিনযোগ্য (Non-bailable) হইবে।

১২। **দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদনের অপরিহার্যতা।** ----- (১) ফৌজদারি কার্যবিধি বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দুর্নীতি দমন কমিশনের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থ আমলে গ্রহণ (cognizance) করিবেন না।

(২) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্ত সমাপ্ত হইবার পর তদন্তকারী কর্মকর্তা আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করিবার পূর্বে কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিবেন এবং কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদন পত্রের একটি কপি প্রতিবেদনের সহিত আদালতে দাখিল করিবেন।

১৩। **জামিন সংক্রান্ত বিধান**। ------ এই আইনের অধীন অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া যাইবে, যদি ---

(ক) তাহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার আবেদনের উপর অভিযোগকারী পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দেওয়া হয়; এবং

(খ) তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তিনি দোষী সাব্যস্থ হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে মর্মে আদালত সন্তুষ্ট না হন; অথবা

(গ) তিনি নারী, শিশু বা শারীরিকভাবে বিকলাঙ্গ এবং তাহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার কারণে ন্যায় বিচার বিঘ্নিত হইবে না মর্মে আদালত সন্তুষ্ট হন।

১৪। **সম্পত্তির অবরুদ্ধকরণ (Freezing) বা ক্রোক (Attachment) আদেশ**।---- (১) দুর্নীতি দমন কমিশন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা সংস্থার লিখিত আবেদনের ভিত্তিতে আদালত দেশে বা দেশের বাহিরে অবস্থিত মানিলন্ডারিং অপরাধ বা অন্য কোন অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন দুর্নীতি দমন কমিশন বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা সংস্থা কোন সম্পত্তির অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশের জন্য আদালতে লিখিত আবেদন দাখিলের সময় উহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ করিবে, যথাঃ---

-

(ক) অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশের নিমিত্ত সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণ;

(খ) সম্পত্তিটি মানিলন্ডারিং বা অন্য কোন অপরাধের জন্য ক্রোকযোগ্য এর সপক্ষে যুক্তি ও প্রাথমিক প্রমাণাদি;

(গ) প্রার্থীত আবেদন মোতাবেক আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদান করা না হইলে অভিযোগ নিস্পত্তির পূর্বেই সম্পত্তিটি অন্যত্র হস্তান্তর বা বেহাত হইবার আশংকা।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রদান করা হইলে আদালত সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণসহ বিষয়টি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য সরকারি গেজেটে এবং অন্যূন ২(দুই)টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় [১(এক)টি বাংলা ও ১(এক)টি ইংরেজী] বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রচার করিবে।

(৪) এই ধারার অধীন অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশে অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম, পিতা, মাতার নাম, স্বামী বা স্ত্রীর নাম, জাতীয়তা, পদবী (যদি থাকে), পেশা, ট্যাক্স পরিচিতি নম্বর (TIN), বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা এবং অন্য কোন পরিচিতি, যতদূর সম্ভব, উল্লেখ থাকিবে; তবে, এই সকল তথ্যের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে এই আইনের বিধান কার্যকর করা বাধাগ্রস্ত হইবে না।

(৫) উপ-ধারা (৬) এর বিধান সাপেক্ষে, এই ধারার অধীন কোন ব্যক্তির সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোকের জন্য আদালত আদেশ প্রদান করিলে আদেশ কার্যকর থাকাকালীন, আদালত কর্তৃক ভিন্নরূপ কোন আদেশ প্রদান করা না হইলে, উক্ত সম্পত্তি কোনভাবে বা প্রকারে অন্যত্র হস্তান্তর, উক্ত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট কোন প্রকার লেনদেন বা উক্ত সম্পত্তিকে কোনভাবে দায়যুক্ত করা যাইবে না।

(৬) কোন ব্যক্তির ব্যাংক একাউন্ট অবরুদ্ধকরণ আদেশ কার্যকর থাকা অবস্থায় উক্ত আদেশে ভিন্নরূপ উল্লেখ না থাকিলে, উক্ত ব্যক্তি প্রাপ্য হইয়াছে এইরূপ সমুদয় অর্থ তাহার অবরুদ্ধ ব্যাংক একাউন্টে জমা করা যাইবে।

১৫। **অবরুদ্ধকৃত বা ক্রোককৃত সম্পত্তি ফেরত প্রদান**।------- (১) ধারা ১৪ এর অধীন আদালত কোন সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রদান করিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সত্তা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তার উক্ত সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ থাকিলে তিনি বা উক্ত সত্তা উহা ফেরত পাইবার জন্য অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রচারের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন ব্যক্তি বা সত্তা আদালতে আবেদন করিলে আবেদনপত্রে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে, যথাঃ -----

(ক) মানিলন্ডারিং বা কোন সম্পৃক্ত অপরাধের সহিত উক্ত সম্পত্তির প্রত্যেক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সংশ্লিষ্টতা নাই;

(খ) আবেদনকারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অভিযুক্ত মানিলন্ডারিং বা অন্য কোন সম্পৃক্ত অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত নন;

(গ) আবেদনকারী অভিযুক্তের নমিনী নন বা অভিযুক্তের পক্ষে কোন দায়িত্ব পালন করিতেছেন না;

(ঘ) অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোককৃত সম্পত্তিতে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার কোন স্বত্ব, স্বার্থ বা মালিকানা নাই; এবং

(ঙ) অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোককৃত সম্পত্তিতে আবেদনকারীর স্বত্ব, স্বার্থ ও মালিকানা রহিয়াছে।

(৩) ধারা ১৪ এর উপ-ধারা (৫) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার অধীন সম্পত্তি ফেরত পাইবার জন্য আদালত কোন আবেদনপ্রাপ্ত হইলে আবেদনকারী, তদন্তকারী সংস্থা ও অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সত্তাকে শুনানীর সুযোগ প্রদান করিবেন এবং শুনানী অন্তে, প্রয়োজনীয় কাগজাদি পর্যালোচনাক্রমে ও রাষ্ট্র কর্তৃক বর্ণিত সম্পত্তিতে প্রত্যেক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানিলন্ডারিং বা সম্পৃক্ত অপরাধের সাথে সম্পৃক্ততার গ্রহণযোগ্য সন্দেহের কোন কারণ উপস্থাপন না করিলে, উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনকারীর আবেদন সম্পর্কে আদালত সন্তুষ্ট হইলে অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ বাতিলক্রমে সম্পত্তিটি, আদেশে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, আবেদনকারীর অনুকূলে হস্তান্তরের আদেশ প্রদান করিবেন।

১৬। **সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশের বিরুদ্ধে আপীল**।----- (১) এই আইনের অধীন আদালত কোন সম্পত্তির অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রদান করিলে উক্তরূপ আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সত্তা ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আপীল দায়ের করা হইলে আপীল আদালত পক্ষবৃন্দকে, শুনানীর জন্য যুক্তিসঙ্গত সময় দিয়া, শুনানী অন্তে যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) ধারা ১৪ এর অধীন কোন সম্পত্তির বিষয়ে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশের বিরুদ্ধে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা সত্তা আপীল করিলে এবং আপীল আদালত কর্তৃক ভিন্নরূপকোন আদেশ প্রদান করা না হইলে আপীল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্তরূপ অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ কার্যকর থাকিবে।

১৭। **সম্পত্তির বাজেয়াপ্ত করণ**। -----(১) এই আইনের অধীন কোন ব্যক্তি বা সত্তা মানিলন্ডারিং অপরাধে দোষী সাব্যস্থ হইলে আদালত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত দেশে বা দেশের বাহিরে অবস্থিত যে কোন সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের অধীন মানিলন্ডারিং অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন অনুসন্ধান ও তদন্ত বা বিচার কার্যক্রম চলাকালীন সংশ্লিষ্ট আদালত প্রয়োজনবোধে দেশে বা দেশের বাহিরে অবস্থিত যে কোন সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত ফরিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) এই আইনের অধীন মানিলন্ডারিং অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্থ কোন ব্যক্তি পলাতক থাকিলে বা অভিযোগ দাখিলের পর মৃত্যুবরণ করিলে আদালত উক্ত ব্যক্তির অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তিও রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা। --- যথাযথ কার্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা সত্ত্বেও গ্রেফতারী পরোয়ানা জারীর তারিখ হইতে ৬ (ছয়) মাসের মধ্যে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে আত্মসমর্পণ করিতে ব্যর্থ হয় বা উক্ত সময়ের মধ্যে তাহাকে গ্রেফতার করা না যায় তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পলাতক বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৪) এই ধারার অধীন আদালত কর্তৃক কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদানের পূর্বে কিংবা মামলা বা অভিযোগ দায়ের করিবার পূর্বে যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা সরল বিশ্বাসে এবং উপযুক্ত মূল্য প্রদান সাপেক্ষে বাজেয়াপ্তের জন্য আবেদনকৃত সম্পত্তি ক্রয় করিয়া থাকেন এবং আদালতকে তিনি বা উক্ত সত্তা এই মর্মে সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হন যে, তিনি বা উক্ত সত্তা উক্ত সম্পত্তিটি মানিলন্ডারিং এর সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া জ্ঞাত ছিলেন না এবং তিনি বা উক্ত সত্তা সরল বিশ্বাসে সম্পত্তিটি ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহা হইলে আদালত উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান না করিয়া উহার বিক্রয়লধ অর্থ রাষ্টীয় কোষাগারে, আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, জমা দেওয়ার জন্য দোষী সাব্যস্থ ব্যক্তি বা সত্তাকে নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৫) আদালত যদি মানিলন্ডারিং বা সম্পৃক্ত অপরাধের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অবস্থান নির্ধারণ বা বাজেয়াপ্ত করিতে না পারেন বা সম্পত্তি অন্য কোনভাবে ব্যবহারের ফলে অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে---------

(ক) অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত নয় অভিযুক্ত ব্যক্তির এমন সমমূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে পরিমাণ সম্পত্তি আদায় করা যাইবে না তাহার সমপরিমাণ আর্থিক দন্ড প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) এই ধারার অধীন কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইলে বাজেয়াপ্ত আদেশের নোটিশ আদালত কর্তৃক যে ব্যক্তি বা সত্তার নিয়ন্ত্রণে সম্পত্তিটি রহিয়াছে সেই ব্যক্তি বা সত্তার সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় রেজিস্টার্ড ডাকযোগে পাঠাইতে হইবে এবং সম্পত্তির তফসিলসহ সকল বিবরণ উল্লেখক্রমে সরকারি গেজেটে এবং অন্যূন ২ (দুই)টি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় [১ (এক)টি বাংলা ও ১ (এক)টি ইংরেজী] বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিতে হইবে।

(৭) এই ধারার অধীন আদালত কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিলে উক্ত সম্পত্তির মালিকানা রাষ্ট্রের উপর ন্যস্থ হইবে এবং বাজেয়াপ্ত করিবার তারিখে সম্পত্তিটি যাহার জিম্মায় বা মালিকানায় থাকিবে তিনি বা সংশ্লিষ্ট সত্তা যথাশীঘ্র সম্ভব, উক্ত সম্পত্তির দখল রাষ্ট্রের বরাবরে হস্তান্তর করিবেন।

(৮) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অপরাধ লব্ধ সম্পত্তি যদি বৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তির সহিত সংমিশ্রিত করা হইয়া থাকে তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তিতে আদালত কর্তৃক নির্ধারিত অপরাধ লব্ধ অর্থ বা সম্পত্তির মূল্যের উপর অথবা অপরাধ লব্ধ বা সম্পত্তির মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলে অর্জনের উপায় নির্বিশেষে সংমিশ্রিত সম্পূর্ণ অর্থ বা সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত আদেশ প্রদান করা যাইবে।

১৮। **বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি ফেরত প্রদান**।—(১) ধারা ১৭ এর অধীন আদালত কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিলে উক্ত সম্পত্তিতে দোষী ব্যক্তি বা সত্তা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তার কোন স্বত্ব, স্বার্থ বা অধিকার থাকিলে তিনি বা উক্ত সত্তা উহা ফেরত পাইবার জন্য বাজেয়াপ্তকরণের বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় সর্বশেষ প্রচারের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আবেদনপ্রাপ্ত হইলে আদালত মামলা দায়েরকারী, দোষী ব্যক্তি বা সত্তা এবং আবেদনকারীকে, শুনানীর জন্য যুক্তিসঙ্গত সময় দিয়া, শুনানী অন্তে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিয়া প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান করিতে পারিবে, যথা ঃ—

(ক) অপরাধ সংঘটনের সহিত আবেদনকারী বা বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তির বা সম্পত্তির কোন অংশের কোন সংশ্লেষ ছিল কি না;

(খ) বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি অর্জনে আবেদনকারীর বৈধ অধিকার রহিয়াছে কি না;

(গ) অপরাধ সংঘটনের সময়কাল এবং বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি আবেদনকারীর মালিকানায় আসিয়াছে এইরূপ দাবিকৃত সময়কাল; এবং

(ঘ) আদালতের নিকট প্রাসঙ্গিক বিবেচিত অন্য যে কোন তথ্য।

১৯। **বাজেয়াপ্তকরণ আদেশের বিরুদ্ধে আপীল**।—(১) এই আইনের অধীন আদালত কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিলে উক্তরূপ আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ পক্ষ ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আপীল দায়ের করা হইলে আপীল আদালত উভয় পক্ষকে, শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিয়া, শুনানী অন্তে যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

২০। **বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তির নিষ্পত্তিকরণ প্রক্রিয়া**।—(১) এই আইনের অধীন কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইলে সরকার, আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে, যেই সম্পত্তি অন্য কোন আইনের অধীন ধ্বংস করিতে হইবে সেই সম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তি, প্রকাশ্য নিলামে বা বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক অন্য কোন আইনসম্মত উপায়ে বিক্রয় বা অন্য কোনভাবে নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন সম্পত্তি বিক্রয় বা অন্য কোন আইনগত উপায়ে নিষ্পত্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা হইবে।

২১। **অবরুদ্ধকৃত, ক্রোককৃত বা বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবস্থাপক বা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ**।—এই আইনের অধীন কোন সম্পত্তি অবরুদ্ধ, ক্রোক বা বাজেয়াপ্ত করা হইলে, তদন্তকারী সংস্থা বা উহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্তরূপ সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা আংশিক নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা, তদারকি বা অন্য কোনভাবে নিষ্পত্তির জন্য, আদালত, স্বীয় বিবেচনায়, যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ শর্তে কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে উক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপক বা তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করিতে পারিবে।

২২। **আপীল**।—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুন না কেন, আদালত কর্তৃক এই আইনের অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ, রায়, ডিক্রি বা আরোপিত দন্ড দ্বারা সংক্ষুব্ধ পক্ষ, উক্তরূপ আদেশ রায়, ডিক্রি বা দন্ডাদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করিতে পারিবে।

২৩। **মানিলন্ডারিং অপরাধ দমন ও প্রতিরোধে বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা ও দায়িত্ব**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিম্নরূপ ক্ষমতা ও দায়িত্ব থাকিবে, যথা ঃ—

(ক) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে প্রাপ্ত নগদ লেনদেন ও সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদি বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ বা পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত যে কোন তথ্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে সংগ্রহ এবং উহার ডাটা সংরক্ষণ করা এবং ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য উক্ত তথ্যাদি প্রদান করা;

(খ) কোন লেনদেন মানিলন্ডারিং বা কোন সম্পৃক্ত অপরাধ এর সহিত সম্পৃক্ত বলিয়া ধারণা করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে উক্তরূপ লেনদেন সম্পর্কিত যে কোন তথ্য বা প্রতিবেদন সংগ্রহ করা;

(গ) কোন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে কোন অর্থ বা সম্পত্তি কোন হিসাবে জমা হইয়াছে মর্মে সন্দেহ করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে অনধিক ৩০ (ত্রিশ) দিনের জন্য উক্ত হিসাবের লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার নির্দেশ প্রদান করা ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত হিসাবের লেনদেন সম্পর্কিত সঠিক তথ্য উৎঘাটনের প্রয়োজন দেখা দিলে লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার মেয়াদ অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস বর্ধিত করা যাইবে;

(ঘ) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ করিবার উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে, সময় সময়, প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা;

(ঙ) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যাচিত তথ্য বা প্রতিবেদন সঠিকভাবে প্রেরণ করিয়াছে কিনা কিংবা তদ্‌কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে পরিপালন করিয়াছে কিনা তাহা তদারকি করা এবং প্রয়োজনে, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা সরেজমিন পরিদর্শন করা;

(চ) এই আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ নিশ্চিত করিবার উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের বিবেচনায় যে কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাসহ সভা, সেমিনার, ইত্যাদির আয়োজন করা;

(ছ) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় অন্য যে কোন কার্য সম্পাদন করা।

(২) মানিলন্ডারিং বা সন্দেহজনক লেনদেন তদন্তে তদন্তকারী সংস্থা কোন তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করিলে, প্রচলিত আইনের আওতায় বা যদি অন্য কোন কারণে বাধ্যবাধকতা না থাকে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত তথ্য প্রদান করিবে।

(৩) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন কোন যাচিত তথ্য যথাসময়ে সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে প্রতিদিন ১০ (দশ) হাজার টাকা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৪) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন যাচিত বিষয়ে কোন ভুল বা মিথ্যা তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করিলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে অন্যূন ২০ (বিশ) হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৫) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এই আইনের আওতায় জারীকৃত কোন নির্দেশনা পরিপালনে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থাকে প্রতিদিন ১০ (দশ) হাজার টাকা হিসাবে সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রতিটি অপরিপালনীয় বিষয়ের জন্য জরিমানা করিতে পারিবে এবং কোন সংস্থা ১ (এক) অর্থ বৎসরে ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৬) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্দেশিত কোন অবরুদ্ধ বা স্থগিত আদেশ পরিপালনে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে অন্যূন উক্ত ব্যাংক হিসাবে স্থিতির সমপরিমাণ জরিমানা করিতে পারিবে যাহা নির্দেশনা জারীর তারিখ হিসাবে স্থিতির দ্বিগুণের অধিক হইবে না।

(৭) এই আইনের ধারা ২৩ ও ২৫ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত জরিমানা কোন ব্যক্তি বা সত্তা বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা প্রদানে ব্যর্থ হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সত্তা বা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিজ নামে যে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং এক্ষেত্রে জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী থাকিলে তাহা আদায়ে প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক আদালতে আবেদন করিতে পারিবে এবং আদালত যেইরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

(৮) উপ-ধারা (৩), (৪), (৫) ও (৬) অনুযায়ী কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে জরিমানা করা হইলে এই জন্য দায়ী উক্ত সংস্থার মালিক, পরিচালক, কর্মকর্তা-কর্মচারী বা চুক্তিভিত্তিক নিয়োজিত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধেও বাংলাদেশ ব্যাংক অন্যূন ১০ (দশ) হাজার টাকা ও সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

২৪। **বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) প্রতিষ্ঠা**।—(১) এই আইনের ধারা ২৩ এ বাংলাদেশ ব্যাংকের উপর অর্পিত ক্ষমতা ও দায়িত্ব পরিপালনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (Bangladesh Financial Intelligence Unit বা BFIU) নামে একটি স্বতন্ত্র ইউনিট থাকিবে।

(২) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাসমূহ বা অন্য কোন সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা তদ্‌কর্তৃক সংরক্ষিত বা সংগৃহীত তথ্যাদি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে স্বপ্রণোদিতভাবে বা অনুরোধের সূত্রে সরবরাহ করিবে।

(৩) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি প্রয়োজনে স্ব-উদ্যোগে সরবরাহ করিতে পারিবে।

(৪) এই আইনের বিধান অনুযায়ী অন্য কোন দেশের সহিত সম্পাদিত কোন চুক্তি বা ব্যবস্থার অধীন সংশ্লিষ্ট দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে মানি লন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বা কোন সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যাদি সরবরাহ করিবে এবং অন্য কোন দেশের নিকট হইতে অনুরূপ তথ্য চাহিতে পারিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এ বর্ণিত চুক্তি বা ব্যবস্থা ছাড়াও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট ক্ষেত্রমত, স্বপ্রণোদিতভাবে অন্য দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে তথ্য সরবরাহ করিতে পারিবে।

২৫। **মানিলন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার দায়-দায়িত্ব**।—(১) মানিলন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিম্নরূপ দায়-দায়িত্ব থাকিবে, যথাঃ—

(ক) উহার গ্রাহকের হিসাব পরিচালনাকালে গ্রাহকের পরিচিতির সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংরক্ষণ করা;

(খ) কোন গ্রাহকের হিসাব বন্ধ হইলে বন্ধ হইবার তারিখ হইতে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর পর্যন্ত উক্ত হিসাবের লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সংরক্ষণ করা;

(গ) দফা (ক) ও (খ) এর অধীন সংরক্ষিত তথ্যাদি বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদা মোতাবেক, সময় সময়, সরবরাহ করা;

(ঘ) ধারা ২ (য) এ সংজ্ঞায়িত কোন সন্দেহজনক লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইলে স্ব-উদ্যোগে অবিলম্বে বাংলাদেশ ব্যাংকে 'সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট' করা।

(২) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর বিধান লংঘন করিলে বাংলাদেশ ব্যাংক—

(ক) উক্ত সংস্থাকে অন্যূন ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা এবং সর্বোচ্চ ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করিতে পারিবে; এবং

(খ) দফা (ক) এর অধীন আরোপিত জরিমানার অতিরিক্ত উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের ব্যবসায়িক কার্যক্রমের অনুমতি বা লাইসেন্স বাতিল করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন আরোপিত জরিমানার অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক তৎকর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে আদায় করিবে এবং আদায়কৃত অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করিবে।

২৬। **বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি**। -------(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার দ্বি-পাক্ষিক বা বহু পাক্ষিক চুক্তি, কনভেনশন বা আন্তর্জাতিক আইনে স্বীকৃত অন্য কোনভাবে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত চুক্তি করিতে পারিবে।

(২) এই ধারার অধীন সরকার কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত চুক্তিবদ্ধ হইলে মানিলন্ডারিং অপরাধ প্রতিরোধে সরকার------

(ক) উক্ত বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থার নিকট প্রয়োজনীয় তথ্যাদি চাহিতে পরিবে; এবং

(খ) উক্ত বিদেশী রাষ্ট্র এবং সংস্থা কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি, জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি না হইলে, সরবরাহ করিবে।

(৩) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) বিদেশী ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট অথবা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করিতে পারিবে এবং স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের আওতায় বিএফআইইউ-----

(ক) উক্ত বিদেশী ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট বা সংস্থার নিকট প্রয়োজনীয় তথ্যাদি চাহিতে পারিবে; এবং

(খ) উক্ত বিদেশী ফাইন্যান্সিয়াল ইনটেলিজেন্স ইউনিট এবং সংস্থা কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি, জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি না হইলে, সরবরাহ করিবে।

(৪) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন চুক্তির অধীন কোন বিদেশী রাষ্ট্রের আদালতের কোন আদেশ কার্যকর করিবার জন্য বাংলাদেশে অবস্থিত কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার বা ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন হইলে এটর্নী জেনারেলের অফিসের আবেদনক্রমে আদালত যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে; একইভাবে বাংলাদেশে আদালতের বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ বা উক্ত সম্পত্তি ফেরত আনয়নের আদেশ বাস্তবায়নের জন্য চুক্তি বা সমঝোতা স্মারকের অধীনস্থ রাষ্ট্রকে এটর্নী জেনারেলের অফিস অনুরোধ করিতে পারিবে।

(৫) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পারস্পরিক আইনগত সহযোগিতার আওতায় কোন বিদেশী রাষ্ট্রের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত দলিলাদি সংশ্লিষ্ট বিচারিক আদালতে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণীয় হইবে।

২৭। **সত্তা কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।**----- এই আইনের অধীন কোন অপরাধ কোন সত্তা কর্তৃক সংঘটিত হইয়া থাকিলে উক্তরূপ অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে সত্তার এইরূপ প্রত্যেক মালিক, পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব বা অন্য কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা প্রতিনিধি উক্ত অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা।--- এই ধারায় "পরিচালক" বলিতে সত্তার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ড, যে নামেই অভিহিত হউক, এর সদস্যকেও বুঝাইবে।

২৮। **সরল বিশ্বাসে কৃতকার্য রক্ষণ।** -------- এই আইনের বা বিধির অধীনে সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কাজের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, সেইজন্য সরকার বা সরকারের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী বা বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংকের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী বা দুর্নীতি দমন কমিশন বা কমিশনের কোন কর্মকর্তা-কর্মচারী বা কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বা উহার পরিচালনা পর্ষদ বা উহার কোন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী বা প্রশাসনিক বা অন্য কোন আইনগত কার্যধারা দায়ের করা যাইবে না।

২৯। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।** -------- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পরিবে।

৩০। **আইনের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ।** -------- (১) এই আইনের প্রবর্তনের পর সরকার, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের বাংলা পাঠের ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ (Authentic English Text) প্রকাশ করিবে।

(২) বাংলা পাঠ এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৩১। **রহিতকরণ ও হেফাজত।** ----- (১) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৮ নং আইন) ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ অধ্যাদেশ, ২০১২ (২০১২ সনের ২ নং অধ্যাদেশ), অতঃপর উক্ত আইন ও অধ্যাদেশ বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত আইন ও অধ্যাদেশের অধীন গৃহীত কোন কার্যক্রম, দায়েরকৃত কোন মামলা বা গৃহীত কোন কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এইরূপে নিষ্পন্ন হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত বা গৃহীত হইয়াছে।

(৩) উক্তরূপ রহিত হওয়া সত্ত্বেও Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947) এবং উক্ত আইন ও অধ্যাদেশের আওতাধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে বা তদন্তাধীন বা বিচারাধীন থাকিলে উক্ত অপরাধসমূহ এই আইনের বিধান অনুযায়ী এইরূপে নিষ্পন্ন হইবে যেন উহা এই আইনের অধীন দায়েরকৃত বা গৃহীত হইয়াছে।

মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, ফেব্রুয়ারি ২০, ২০১২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

ঢাকা, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১২/৮ ফাল্গুন, ১৪১৮

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১২ (৮ ফাল্গুন, ১৪১৮) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছে ঃ--------

২০১২ সনের ৬ নং আইন

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণকল্পে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নম্বর আইন) এর সংশোধন সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ--------

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।-----(১) এই আইন সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।----সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ২ এর উপ-ধারা (২), (১০) ও (১৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২), (১০) ও (১৪) প্রতিস্থাপিত হইবে এবং উপ-ধারা (১৫) এর পর নিম্নরূপ নতুন উপ-ধারা (১৬), (১৭), (১৮), (১৯), (২০), (২১), (২২), (২৩), (২৪), (২৫), (২৬), (২৭), (২৮), (২৯) ও (৩০) সংযোজিত হইবে, যথা ঃ----

"(২) 'অস্ত্র' অর্থ অস্ত্র আইন, ১৮৭৮ (১৮৭৮ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ৪ এ বর্ণিত অস্ত্রশস্ত্র এবং যে কোন ধরনের পারমাণবিক, রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্রও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১০) "ব্যাংক" অর্থ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫ (ণ) এ সংজ্ঞায়িত ব্যাংক কোম্পানী এবং অন্য কোন আইন বা অধ্যাদেশের অধীন ব্যাংক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত যে কোন প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(১৪) 'সম্পত্তি' অর্থ দেশে বা দেশের বাহিরে অবস্থিত----

(অ) বস্তুগত বা অবস্তুগত, স্থাবর বা অস্থাবর, দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান যে কোন ধরনের সম্পত্তি ও উক্ত সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত লাভ এবং কোন অর্থ বা অর্থে রূপান্তরযোগ্য বিনিময় দলিলও (negotiable instrument) ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(আ) নগদ টাকা, ইলেকট্রনিক বা ডিজিটালসহ অন্য যে কোন প্রকৃতির দলিল বা ইন্সট্রুমেন্ট যাহা কোন সম্পত্তির মালিকানা স্বত্ব বা মালিকানা স্বত্বে কোন স্বার্থ নির্দেশ করে;

(১৬) 'সন্দেহজনক লেনদেন' অর্থ এইরূপ লেনদেন --------

(১) যাহা স্বাভাবিক লেনদেনের ধরন হইতে ভিন্ন;

(২) যেই লেনদেন সম্পর্কে এইরূপ ধারণা হয় যে,

(ক) ইহা কোন অপরাধ হইতে অর্জিত সম্পদ,

(খ) ইহা কোন সন্ত্রাসী কার্যে, কোন সন্ত্রাসী সংগঠনকে বা কোন সন্ত্রাসীকে অর্থায়ন;

(৩) যাহা এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাংলাদেশ ব্যাংক কতৃর্ক , সময়ে সময়ে, জারিকৃত নির্দেশনায় বর্ণিত অন্য কোন লেনদেন বা লেনদেনের প্রচেষ্টা;

(১৭) 'সত্তা' অর্থ কোন আইনী প্রতিষ্ঠান, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বাণিজ্যিক বা অবাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, গোষ্ঠী, অংশীদারী কারবার, সমবায় সমিতিসহ এক বা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত যে কোন সংগঠন;

(১৮) 'আর্থিক প্রতিষ্ঠান' অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২(খ) এ সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(১৯) 'বীমাকারী' অর্থ বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ২(২৫) এ সংজ্ঞায়িত বীমাকারী;

(২০) 'রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা' অর্থ-----

(অ) ব্যাংক;

(আ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(ই) বীমাকারী;

(ঈ) মানি চেঞ্জার;

(উ) অর্থ অথবা অর্থমূল্য প্রেরণকারী বা স্থানান্তরকারী যে কোন কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান;

(ঊ) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমতিক্রমে ব্যবসা পরিচালনাকারী অন্য কোন প্রতিষ্ঠান;

(ঋ) (১) স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার

(২) পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার

(৩) সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান

(৪) সম্পদ ব্যবস্থাপক;

(এ) (১) অ-লাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (Non Profit Organisation)

(২) বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (Non Government Organisation) ও

(৩) সমবায় সমিতি;

(ঐ) রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার;

(ও) মূল্যবান ধাতু বা পাথরের ব্যবসায়ী;

(ঔ) ট্রাস্ট ও কোম্পানী সেবা প্রদানকারী;

(অঅ) আইনজীবী, নোটারী, অন্যান্য আইন পেশাজীবী এবং একাউন্টেন্ট;

(অআ) সরকারের অনুমোদনক্রমে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময়ে সময়ে, বিজ্ঞপ্তি জারীর মাধ্যমে ঘোষিত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান;

(২১) 'মানি চেঞ্জার' অর্থ Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No.VII of1947) এর section 3 এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(২২) (অ) 'স্টক ডিলার ও স্টক ব্রোকার' অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (স্টক ডিলার, স্টক ব্রোকার ও অনুমোদিত প্রতিনিধি) বিধিমালা, ২০০০ এর যথাক্রমে বিধি ২ (ঝ) ও ২ (ঞ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান;

(আ) 'পোর্টফোলিও ম্যানেজার ও মার্চেন্ট ব্যাংকার' অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মার্চেন্ট ব্যাংকার ও পোর্টফোলিও ম্যানেজার) বিধিমালা, ১৯৯৬ এর যথাক্রমে বিধি ২ (চ) ও (২) (ঞ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান;

(ই) 'সিকিউরিটি কাস্টডিয়ান' অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (সিকিউরিটি কাস্টডিয়াল সেবা) বিধিমালা, ২০০৩ এর বিধি ২ (ঞ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান;

(ঈ) 'সম্পদ ব্যবস্থাপক' অর্থ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়েল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এর বিধি ২ (ধ) এ সংজ্ঞায়িত প্রতিষ্ঠান;

(২৩) 'অ-লাভজনক সংস্থা/প্রতিষ্ঠান (Non Profit Organisation)' অর্থ কোম্পানী আইন (বাংলাদেশ),১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২৮ এর অধীন সনদ প্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান;

(২৪) 'বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (Non Government Organisation)' অর্থ Societies Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860), Voluntary Social Welfare Agencies (Registration and Control) Ordinance (Ordinance No. XLVI of 1961), Foreign Donations (Voluntary Activities) Regulation Ordinance, 1978 (Ordinance No. XLVI of 1978), Foreign Contributions (Regulation) Ordinance, 1982 (Ordinance No. XXXI of 1982), সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩২ নং আইন) এর আওতায় অনুমোদিত বা নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান যাহা-------

(ক)স্থানীয় উৎস হইতে তহবিল (ঋণ, অনুদান, আমানত) গ্রহণ করে বা অন্যকে প্রদান করে এবং/অথবা

(খ) যে কোন ধরনের বৈদেশিক সাহায্য বা ঋণ বা অনুদান গ্রহণ করে;

(২৫) 'বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU)' অর্থ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০৯ এর ধারা ২৪ (১) এর বিধান অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট;

(২৬) 'বস্তুগত সহায়তা (material support)' অর্থ কোন ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তাকে অর্থ, সেবা বা অন্য কোন সম্পত্তি সরবরাহ করা বা অন্য কোন সহায়তা করা যাহা দ্বারা এই আইনের আওতায় বর্ণিত সন্ত্রাসী কর্মকান্ড সম্পাদিত হইয়াছে বা সম্পাদিত হইতে পারে;

(২৭) 'হাইকোর্ট বিভাগ' অর্থ বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ;

(২৮) 'রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার' অর্থ রিয়েল এস্টেট উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪৮নং আইন) এর ধারা ২(১৫) এ সংজ্ঞায়িত যে কোন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার বা উহার কর্মকর্তা বা কর্মচারী অথবা এজেন্ট যাহারা জমি, বাসা বা বাড়ি, বাণিজ্যিক ভবন এবং ফ্লাটসহ ইত্যাদির নির্মাণ ও ক্রয় বিক্রয়ের সাথে জড়িত;

(২৯) 'ট্রাস্ট ও কোম্পানী সেবা প্রদানকারী' অর্থ কোন ব্যক্তি বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান যাহা অন্য কোন আইনে সংজ্ঞায়িত করা হয় নাই এবং যে বা যাহা কোন তৃতীয় পক্ষকে নিম্নরূপ সেবাসমূহ প্রদান করিয়া থাকেঃ

(১) কোন আইনী সত্তা প্রতিষ্ঠার এজেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন;

(২) কোন আইনী সত্তার পরিচালক, সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন বা অন্য কাহাকেও নিয়োগ করা বা অংশীদারী ব্যবসায়ে অংশীদার হিসাবে দায়িত্ব পালন অথবা সমপর্যায়ের অন্য কোন দায়িত্ব পালন;

(৩) কোন আইনী সত্তার নিবন্ধিত এজেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন;

(৪) কোন এক্সপ্রেস ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসাবে দায়িত্ব পালন বা অন্য কাহাকে নিয়োগ করা;

(৫) নমিনি শেয়ার হোল্ডার বা অন্য কোন ব্যক্তির পরিবর্তে পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন বা অন্য ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান;

(৩০) 'জননিরাপত্তা' অর্থ যে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধান।" ।

৩। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩ এর সংশোধন**। -- উক্ত আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত 'ফৌজদারি কার্যবিধি' শব্দগুলির পর, 'মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিদ্যমান আইন' কমা ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৪। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৫ এর প্রতিস্থাপন**। ------ উক্ত আইনের ধারা ৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-----

"৫। **অতিরাষ্ট্রিক প্রয়োগ**। ----- (১) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা বাংলাদেশের বাহির হইতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন অপরাধ সংঘটন করে যাহা উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে সংঘটিত হইলে এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য হইত, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ বাংলাদেশে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা ও অপরাধের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশের বাহিরে কোন অপরাধ সংঘটন করে, যাহা বাংলাদেশে সংঘটিত হইলে এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য হইত, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ বাংলাদেশে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা ও অপরাধের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।" ।

৫। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৬ এর প্রতিস্থাপন**। ----- উক্ত আইনের ধারা ৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ -----

"৬। **সন্ত্রাসী কার্য**। ----- (১) (ক) কোন ব্যক্তি বা সত্তা বাংলাদেশের অখন্ডতা, সংহতি, জননিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করিবার জন্য জনসাধারণ বা জনসাধারণের কোন অংশের মধ্যে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার বা কোন সত্তা বা কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য করিতে বা করা হইতে বিরত রাখিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে ----

(অ) কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর আঘাত, আটক, অপহরণ করিলে বা এই কাজে সহায়তা করিলে, বা কোন ব্যক্তি বা সত্তা বা রাষ্ট্রের কোন সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করিলে বা ক্ষতিসাধন করিতে সহায়তা করিলে;

(আ) কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর আঘাত, আটক, অপহরণ করার জন্য প্ররোচিত করিলে, বা প্রচেষ্টা গ্রহণ করিলে, বা কোন ব্যক্তি বা সত্তা বা রাষ্ট্রের কোন সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করার কার্যে প্ররোচিত করিলে, বা প্রচেষ্টা গ্রহণ করিলে;

অথবা

(ই) উপ-দফা (অ) ও (আ) এর উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন বিস্ফোরক দ্রব্য, দাহ্য পদার্থ ও কোন অস্ত্র ব্যবহার করিলে বা নিজ দখলে রাখিলে;

(খ) কোন ব্যক্তি বা সত্তা বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে অন্য কোন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করিবার লক্ষ্যে কোন অপরাধ সংঘটন করিলে বা অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টা গ্রহণ করিলে বা প্ররোচিত করিলে বা সহায়তা করিলে অথবা অন্য কোন রাষ্ট্রের কোন সম্পত্তির ক্ষতিসাধনকল্পে কোন ব্যক্তি বা সত্তার আর্থিক সংশ্লেষ থাকিলে বা উক্ত অপরাধ কার্যে লিপ্ত হইলে বা প্রচেষ্টা গ্রহণ করিলে বা প্ররোচিত করিলে বা সহায়তা প্রদান করিলে;

(গ) কোন ব্যক্তি বা সত্তা জ্ঞাতসারে সন্ত্রাসী কার্য হইতে উদ্ভূত বা কোন সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কর্তৃক প্রদত্ত কোন অর্থ বা সম্পদ ভোগ করিলে বা দখলে রাখিলে;

(ঘ) কোন বিদেশী নাগরিক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে দফা (ক), (খ) ও (গ) এর অধীনে কোন অপরাধ করিলে;

---তিনি 'সন্ত্রাসী কার্য' সংঘটনের অপরাধ করিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কার্য সংঘটন করিয়া থাকিলে, তিনি বা উক্ত সত্তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তিনি বা তাহারা যে নামেই পরিচিত হউক না কেন, মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব বিশ বৎসর এবং অন্যূন চার বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ডে দণ্ডিত হইবেন, এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে।"।

৬। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৭ এর প্রতিস্থাপন**। ---উক্ত আইনের ধারা ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ--------

"৭। **সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত অপরাধ**।-------- (১) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা জ্ঞাতসারে অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তাকে অর্থ, সেবা, বস্তুগত সহায়তা (material support), বা অন্য কোন সম্পত্তি সরবরাহ করেন বা সরবরাহের অভিপ্রায় প্রকাশ করেন যাহাতে ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সত্তা বা গোষ্ঠী বা সংগঠন কর্তৃক যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি বা উক্ত সত্তা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা জ্ঞাতসারে অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তার নিকট হইতে অর্থ, সেবা, বস্তুগত সহায়তা (material support), বা অন্য কোন সম্পত্তি গ্রহণ করেন যাহাতে ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সত্তা বা গোষ্ঠী বা সংগঠন কর্তৃক যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি বা উক্ত সত্তা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা জ্ঞাতসারে অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তার জন্য অর্থ, সেবা, বস্তুগত সহায়তা (material support), বা অন্য কোন সম্পত্তির ব্যবস্থা করেন যাহাতে ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সত্তা বা গোষ্ঠী বা সংগঠন কর্তৃক যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি বা উক্ত সত্তা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা জ্ঞাতসারে অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তাকে অর্থ, সেবা, বস্তুগত সহায়তা (material support), বা অন্য কোন সম্পত্তি সরবরাহ বা গ্রহণ বা ব্যবস্থা করিবার ক্ষেত্রে এমনভাবে প্ররোচিত করেন যাহাতে ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সত্তা বা গোষ্ঠী বা সংগঠন কর্তৃক যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইয়াছে বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি বা উক্ত সত্তা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৫) উপ-ধারা (১) হইতে (৪) এ বর্ণিত অপরাধে কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইলে, উক্ত ব্যক্তি অনধিক বিশ বৎসর ও অন্যূন চার বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন, এবং ইহার অতিরিক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্যের সমপরিমাণ বা ১০ (দশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, সেই পরিমাণ অথদণ্ডও আরোপ করা যাইবে।

(৬) (ক) উপ-ধারা (১) হইতে (৪) এ বর্ণিত অপরাধে কোন সত্তা দোষী সাব্যস্ত হইলে ধারা ১৮ এর বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে এবং ইহার অতিরিক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির তিনগুণ মূল্যের সমপরিমাণ বা ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, সেই পরিমাণ অর্থদন্ডও আরোপ করা যাইবে; এবং (৬) (খ) উক্ত সত্তার প্রধান, তাহাকে চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য যে কোন নামে ডাকা হউক না কেন, তিনি অনধিক বিশ বৎসর ও অন্যূন চার বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন, এবং ইহার অতিরিক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির দ্বিগুণ মূল্যের সমপরিমাণ বা ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, সেই পরিমাণ অর্থদন্ডেও দন্ডিত হইবেন যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।"।

৭। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন।**-----উক্ত আইনের ধারা ১৩ এ উল্লিখিত 'স্বেচ্ছাধীন' শব্দটি বিলুপ্ত হইবে এবং 'কোন মুদ্রণ বা ইলেকট্রনিক' শব্দগুলির পর 'বা অন্য যে কোন' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

৮। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৫ এর প্রতিস্থাপন।** -----উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ --------

"**১৫। বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা।** ----(১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করিতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উহার নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকিবে, যথা ঃ----

ক) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত প্রতিবেদন তলব করা ;

(খ) উপ-দফা (ক) অনুযায়ী প্রাপ্ত প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য প্রদান করা বা ক্ষেত্রমত, বৈদেশিক আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অনুরোধের প্রেক্ষিতে উক্ত সংস্থাকে প্রদান করা বা উক্ত প্রতিবেদনের বিষয়ে তথ্য বিনিময় করা;

(গ) সকল পরিসংখ্যান ও রেকর্ড সংকলন ও সংরক্ষণ করা;

(ঘ) সকল সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত রিপোর্টের ডাটা বেজ সৃষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(ঙ) সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করা;

(চ) কোন লেনদেন সন্ত্রাসী কার্যের সহিত সম্পৃক্ত মর্মে সন্দেহ করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকিলে সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে উক্ত লেনদেনের হিসাব অনধিক ত্রিশ দিনের জন্য স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ জারী করা এবং এইরূপে উক্ত হিসাবের লেনদেন সম্পর্কিত সঠিক তথ্য উদঘাটনের প্রয়োজন দেখা দিলে লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার মেয়াদ অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৬(ছয়) মাস বর্ধিত করা;

(ছ) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার কার্যাবলী পরিবীক্ষণ ও তদারক করা;

(জ) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে নির্দেশ প্রদান করা;

(ঝ) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের সহিত জড়িত সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তের উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহ পরিদর্শন করা; এবং

(ঞ) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থযোগানের সহিত জড়িত সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্ত ও প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থযোগানের সহিত জড়িত সন্দেহজনক কোন লেনদেনের বিষয় কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বা ইহার গ্রাহককে সনাক্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গে, উহা যথাযথ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করিবে এবং অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যে উক্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(৩) অন্য দেশে সংঘটিত বিচারাধীন অপরাধের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক বা দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি, জাতিসংঘের কনভেনশন বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহিত সংশ্লিষ্ট রেজুলেশনের আওতায় কোন ব্যক্তি বা সত্তার হিসাব জব্দ করার উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর আওতায় জব্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট চুক্তি, কনভেনশন বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহিত সংশ্লিষ্ট রেজুলেশনের আলোকে সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

(৫) উপ-ধারা (১) হইতে (৩) এ বর্ণিত দায়িত্ব সম্পাদনের স্বার্থে সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে তদ্‌কর্তৃক যাচিত তথ্যাদি সরবরাহ করিবে, বা ক্ষেত্রমত, স্বপ্রনোদিত হইয়া তথ্যাদি সরবরাহ করিবে।

(৬) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্ট ইউনিট চাহিদা অনুযায়ী বা ক্ষেত্রমত,স্বপ্রনোদিতভাবে সন্ত্রাসী কার্য বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সম্পৃক্ত তথ্যাদি অন্য দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটকে সরবরাহ করিতে পারিবে।

(৭) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের বিষয়ে তদন্তের স্বার্থে কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক কোন ব্যাংকের দলিল বা কোন নথিতে নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রবেশাধিকার থাকিবে, যথাঃ----

(ক) উপযুক্ত আদালত বা ট্রাইব্যুনালের আদেশক্রমে; অথবা

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে।"।

৯। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৬ এর প্রতিস্থাপন।**-------- উক্ত আইনের ধারা ১৬ এরপরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ-----

"১৬। **রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার দায়িত্ব।** ----- (১) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে এই আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত জড়িত অর্থ লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করিবার লক্ষ্যে প্রত্যেক রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা যথাযথ সতর্কতা ও দায়িত্বশীলতার সহিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং কোন সন্দেহজনক লেনদেন চিহ্নিত হইলে স্বপ্রনোদিত হইয়া কোন প্রকার বিলম্ব ব্যতিরেকে বাংলাদেশ ব্যাংককে রিপোর্ট করিবে।

(২) প্রত্যেক রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার পরিচালনা পরিষদ (Board of Directors) বা পরিচালনা পরিষদের অনুপস্থিতিতে প্রধান নির্বাহী, বা অন্য যে নামে ডাকা হউক না কেন, উহার কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সম্পর্কিত নির্দেশনা অনুমোদন ও জারী করিবে, এবং ধারা ১৫ এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা, যাহা রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের জন্য প্রযোজ্য, প্রতিপালন করা হইতেছে কিনা উহা নিশ্চিত করিবে।

(৩) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা ধারা ১৫ এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত যে কোন নির্দেশনা পালন করিতে ব্যর্থ হইলে বা জ্ঞাতসারে কোন ভুল তথ্য সরবরাহ অথবা মিথ্যা তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করিলে, উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত অনধিক দশ লক্ষ টাকা জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ঐ সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) মোতাবেক বাংলাদেশ ব্যাংক কতৃর্ক আরোপিত জরিমানা কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হইলে বা পরিশোধ না করিলে বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিজ নামে যে কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং উক্ত জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী থাকিলে উহা আদায়ে, প্রয়োজনে, বাংলাদেশ ব্যাংক সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করিতে পারিবে।"।

১০। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৭ এর সংশোধন।**উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর দফা (ঘ) এর শেষাংশে উল্লিখিত 'অথবা' শব্দটি বিলুপ্ত হইবে এবং দফা (ঙ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ঙ) ও (চ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ ---

"(ঙ) জাতিসংঘের রেজুলেশন নম্বর ১২৬৭ ও ১৩৭৩ সহ বাংলাদেশ কতৃর্ক অনুসমর্থিত অন্যান্য রেজুলেশনসমূহের অন্তর্ভুক্ত সংগঠন হয়; অথবা

(চ) অন্য কোনভাবে সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত থাকে।"।

১১। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন। ---- উক্ত আইনের ধারা ১৯ এ উল্লিখিত 'আবেদনকারীর শুনানী গ্রহণপূর্বক' শব্দগুলির পর 'এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি মোতাবেক' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১২। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২০ এর সংশোধন। ------- উক্ত আইনের ধারা ২০ এ উল্লিখিত 'এই আইনে বর্ণিত অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও,' শব্দগুলি ও কমার পর 'এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি মোতাবেক' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং উপ-ধারা (১) এর দফা (খ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (খ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ---

"(খ) উহার ব্যাংক ও অন্যান্য হিসাব, যদি থাকে, অবরুদ্ধ (freeze) করিবে এবং উহার সকল সম্পত্তি আটক করিবে;"।

১৩। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২২ এর সংশোধন। -------উক্ত আইনের ধারা ২২ এ উল্লিখিত 'প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট' শব্দগুলির পরিবর্তে 'জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৪। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৩ এর সংশোধন। ------- উক্ত আইনের ধারা ২৩ এ উল্লিখিত 'প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট' শব্দগুলির পরিবর্তে 'জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৫। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৪ এর সংশোধন। ------- উক্ত আইনের ধারা ২৪ এর -----

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত 'ত্রিশ দিনের' শব্দগুলির পরিবর্তে 'ষাট দিনের' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত 'পনের দিন' শব্দগুলির পরিবর্তে 'ত্রিশ দিন' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (৩) এ বাক্যের শেষে উল্লিখিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথাঃ ----------

"তবে শর্ত থাকে যে, মামলার তদন্তের প্রয়োজনে বাংলাদেশের বাহিরে অন্য কোন দেশ হইতে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন হইলে উপ-ধারা (১) হইতে (৩) এ বর্ণিত তদন্তের সময়সীমা প্রযোজ্য হইবে না।";

(ঘ) উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত 'তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে' শব্দগুলির পরিবর্তে 'তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে অবহেলার অভিযোগে অভিযুক্ত হইবেন' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৬। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৫ এর সংশোধন। -----উক্ত আইনের ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এ দুইবার উল্লিখিত 'ধারা ২৫' শব্দগুলি ও সংখ্যাগুলি এবং উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত 'ধারা ২৫' শব্দ ও সংখ্যার পরিবর্তে সকল স্থানে 'ধারা ২৪' শব্দ ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৭। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২৯ এর সংশোধন। -------উক্ত আইনের ধারা ২৯ এর উপ-ধারা (৬) এ উল্লিখিত 'পুনঃতদন্তের' শব্দগুলির পরিবর্তে 'অধিকতর তদন্ত' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৮। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩২ এর সংশোধন। --------উক্ত আইনের ধারা ৩২ এর দফা (খ) এ উল্লিখিত 'বিচারক' শব্দটির পরিবর্তে 'ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারক' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে।

১৯। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩৩ এর সংশোধন। -------- উক্ত আইনের ধারা ৩৩ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত 'অভিযোগপত্র গঠনের' শব্দগুলির পরিবর্তে 'অভিযোগ গঠন (Charge frame) এর' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২০। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩৪ এর প্রতিস্থাপন। -----উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ -----

"৩৪। **সন্ত্রাসী কর্মকান্ড -লব্ধ সম্পদের দখল।** -----(১) কোন সন্ত্রাসী বা অন্য কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী, সত্তা, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হইতে উদ্ভূত, বা কোন সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসী গোষ্ঠী কর্তৃক প্রদত্ত কোন অর্থ বা সম্পদ ভোগ করিতে বা দখলে রাখিতে পারিবে না।

(২) এই আইনের অধীন দন্ডপ্রাপ্ত হউক বা না হউক, এইরূপ কোন সন্ত্রাসী বা অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের দখলে থাকা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড লব্ধ সম্পদ সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।—সন্ত্রাসী কর্মকান্ড-লব্ধ সম্পদ অর্থ এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে অর্জিত বা লব্ধ কোন অর্থ, সম্পত্তি বা সম্পদ।

(৩) এই আইনের আওতায় কোন অপরাধের সাথে সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি বা সত্তার কোন সম্পত্তি, কোন বিদেশী রাষ্ট্র বা সংস্থার অনুরোধের প্রেক্ষিতে সরকার কর্তৃক জব্দযোগ্য হইবে এবং সংশ্লিষ্ট দেশের সাথে পারস্পরিক আইনগত সহযোগিতার আওতায় বা ক্ষেত্রমত, সরকার কর্তৃক নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

(৪) সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক বা দ্বি-পাক্ষিক চুক্তি, জাতিসংঘের কনভেনশন বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সংশ্লিষ্ট রেজুলেশনের আওতায় কোন ব্যক্তি বা সত্তার সম্পদ জব্দযোগ্য হইবে।" ।

২১। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩৫ এর প্রতিস্থাপন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৩৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"৩৫। **সন্ত্রাসী কর্মকান্ড-লব্ধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত**।—(১) যেক্ষেত্রে বিচারক এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন সন্ত্রাসী কার্য হইতে উদ্ভূত হইবার কারণে কোন সম্পত্তি জব্দ বা ক্রোক করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে তিনি উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীনে কোন সন্ত্রাসী কার্য হইতে উদ্ভূত কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইলে, যে সত্তার নিকট হইতে উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইবে, সেই সত্তার বিরুদ্ধে এই আইনের ধারা ১৮ ও ২০ এ বর্ণিত আইনানুগ ব্যবস্থা সরকার কর্তৃক গ্রহণ করা যাইবে।

(৩) এই আইনের ধারা ৩৪ এর উপ-ধারা (৪) অনুযায়ী জব্দকৃত সম্পদ সংশ্লিষ্ট চুক্তি, কনভেনশন বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সংশ্লিষ্ট রেজুলেশনের আলোকে সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক বাজেয়াপ্তযোগ্য ও নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

(৪) বাজেয়াপ্তকৃত সম্পদে দোষী ব্যক্তি বা সত্তা ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তার স্বত্ব, স্বার্থ বা অধিকার থাকিলে উহা সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক ফেরতযোগ্য হইবে।" ।

২২। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩৬ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩৬ এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত 'লিখিত নোটিশ প্রদানপূর্বক বাজেয়াপ্ত করিবার কারণ অবহিত না করিয়া' শব্দগুলির পরিবর্তে 'ফৌজদারি কার্যবিধির বিধান অনুসরণপূর্বক কারণ দর্শানোর নোটিশ জারী করিতে হইবে' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৩। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩৮ এর সংশোধন**।—উক্ত আইনের ধারা ৩৮ এর—

(ক) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত 'বহিঃসমর্পন সম্পর্কিত' শব্দগুলির পর 'চুক্তি মোতাবেক' শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত 'এই আইনের অধীন' শব্দগুলির পরিবর্তে 'আন্তঃরাষ্ট্রিক পারস্পরিক সম্মতি ব্যতিরেকে' শব্দগুলি এবং বাক্যের শেষে উল্লিখিত দাঁড়ির পরিবর্তে কোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর নিম্নরূপ শর্তাংশ সংযোজিত হইবে, যথা ঃ—

"তবে বাংলাদেশের কোন আদালতে একই অপরাধের অভিযোগে বিচার চলমান থাকিলে বাংলাদেশের কোন নাগরিকের বহিঃসমর্পন কার্যকর করা হইবে না।" ।

২৪। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।—(১) সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ২০১২ (২০১২ সনের ৩নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশ দ্বারা সংশোধিত সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর অধীন কৃত কোন কাজকর্ম বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইন দ্বারা সংশোধিত উক্ত আইনের অধীন কৃত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

মোঃ মাহ্‌ফুজুর রহমান
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, অতিরিক্ত দায়িত্ব, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd